অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।
আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতেঃ -
মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com
যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন -
দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা ঃ হুগলি, পিন-ঃ ৭১২৬০১

সুমনকুমার সাহু-র তিনটি অণুগল্প

সুখটান

সারাদিন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ার পর বিকেলটা ছিল থমথমে। সন্ধের পর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আবার ঝড়ের মতো বইতে শুরু করল। সদ্য সুর দেওয়া নিজেরগানটা গাইতে গাইতে গামছ নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম।

''শূন্যতা বুকে মেখে ভাঙা জলে
শব্দের ক্যানভাস,
কিছু কথা মনে কিছুটা চোখের কোণে
একলা থাকার অভ্যাস।
গীটারের তারে কড়া নাড়ে বারে বারে
হারানো সুর
মুক্তি দিয়েছি পাখি হৃৎপিঞ্জরে বেকসুর...''

জানি এই সন্ধের সময় মাথায় জল দিয়ে স্নান করলেই আমার মাথা ধরে, তবুও... । ট্যাপটা বন্ধ করতে যাব, হঠাৎ মনে হল যেন ডোরবেলটা বাজল। বাথরুমের দরজাটা একটু খুলে খেয়াল করলাম, না কেউ নয়। কেই বা আসবে- '...মুক্তি দিয়েছি পাখি হৃৎপিঞ্জরে বেকসুর...।''

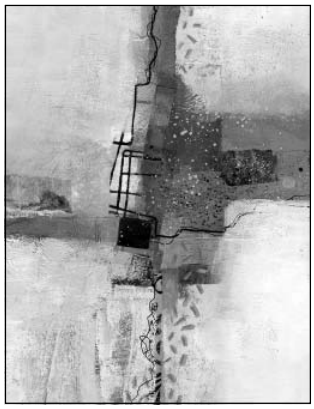

সিগেরেটটা খাওয়ার পর ওই একই অভ্যাসে টোকা দিয়ে ব্যালকনি থেকে ছুড়লাম। জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি ছুটতে ছুটতে পাশের রাস্তায় পাঁচিলের গায়ে আড়াল হল। কলেজ-জীবন থেকে ওই একই ব্র্যান্ডের সিগারেট, 'হানি ডিউ'- হা হা হা, শুধুই মধুর সন্ধানে। না না মধু নয়, সায়নি। কলেজের ক্যান্টিন থেকে বাড়ির রান্নাঘর। হা হা হা, না না মজা করছি, ওকে সিরিয়াস, অ্যাকচুয়েলি খিদে মন্দার একটি বিষয় আমাদের ভালবাসা। ওকে সিরিয়াস। অ্যাকচুয়েলি প্রেম করে বিয়ে, বিয়ের পর আরও প্রেম। মেয়ে যেদিন জন্মালো, ওহহ! আমি সেদিন আনন্দে আত্মহারা। পুরো স্টুডিও পাড়ায় মিষ্টি বিলিয়ে ছিলাম। অতি আনন্দে ও উত্তেজনায় ভুল করে সিগারেট খেতে খেতে মেট্রোয় ঢোকায় ফাইন দিতেও হয়েছিল সেদিন।

একদিন মেয়ে খাটের ধারে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যেতে যেতে আচমকা ধরতে যাই, আর সেইদিন প্রথম বুকে ব্যথা অনুভব করি-- কোনও গুরুত্ব দিইনি। যেদিন কফে রক্ত সায়নি দেখতে পেল, সেদিন ওর নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্যই ডাক্তার দেখাই, আর ক্যান্সার ধরা পড়ে, লাস্ট স্টেজ।

গান গেয়ে একটু নাম করার পরে, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে এই ফ্ল্যাটটা কিনি। প্রেম করে বিয়ে করলেও সায়নি বরার ফ্যামিলিয়ার, বাবা, মাকে নিয়েই উঠে আসি এই ফ্ল্যাটে।

সেই যে কারেন্ট গেছে আসার নামই করছে না। এদিকে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজের সাথে সাথে গোটা ঘর অন্ধকার। যদিও এখন অন্ধকারই বেশি ভাল লাগে। হঠাৎ জোরে ঝড়ের ঝাপটার সাথে জানালার পাল্লাটা খুলে গেল। আর বাতাসে, দেওয়ালে টাঙানো আমার ফোটোটা খুলে পড়ে গেল। ফোটোতে টাঙানো ফুলের মালা কবেই শুকিয়ে গেছে।

জীবনপ্রবাহ

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল, যেন পিছনে কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। মনে মনে একবার ভাবলাম, পিছন ফিরে দেখি, কিন্তু ফিরে তাকানোর সাহস হল না। ফিরে তাকাতে হলেও যে একটা সাহসের প্রয়োজন হয় সেটা আমি অনেক আগেই বুঝেছি। ছেলেকে স্কুলে ছেড়ে দিয়ে আজ একটু পাইকপাড়া যাওয়ার ইচ্ছে হল, এদিকে হাতে সময় কম, তাই হন্তদন্ত হয়ে ছোটা।

স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার এই রাস্তাটা ধরলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায় শুনেছি। এমনিতে বাস ধরলে প্রায় আধা ঘন্টার রাস্তা, সে অনেক ঘুরে টুরে যায়।

ঘুরপথে কখনোই চলিনি, জীবনটাই যে আমার এমনি। মা বলতো, মিতা তুই বড় হয়ে আর যাই হোস, উকিল হতে পারবি না। সে হয়তো হয়নি ঠিকই, তবে উকিলই জুটেছে জীবনে। জুটেছে বলাটা ভুল, আমার জীবনের প্রাপ্তি। বিমল বরাবরই লাজুক প্রকৃতির ছিল। ক্লাসে যে খুব একটা ভালো পড়াশোনা করতো, তাও নয়। আমায় আঢ় চোখে যে দেখতো সেটা বুঝতে পারতাম। আমি তখন রাহুলের বাইকে, যেন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দুর্দান্ত ভঙ্গিতে ছুটে চলেছি, সঙ্গে ছুটছে আমার যৌবন। জীবন উড়ছে দূরন্ত বাতাসে। কিন্তু হঠাৎই সময় থমকে দাঁড়ায় আমার সামনে। রাহুলের বাইক-অ্যাক্সিডেন্ট আর আমার কোমায় চলে যাওয়া। পাঁচ বছর আমার জীবন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সংসারেও নেমে এসেছিল বড় বিপর্যয়। রাহুলের বাবা মা শহর ছেড়ে ছিলেন। একদিকে সম্পত্তির বিবাদ, অন্যদিকে কোমায় আচ্ছন্ন মেয়ে, এক দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছেন আমার মা বাবা। রাহুল এসে মাকে শুনিয়েছিল, আপনার উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়েটার জন্য আমার বড় বিপদ হতে পারতো। এসমাজে ছেলেদের দোষ কেউ আর দেখতে শিখল না, মেয়েদেরই যত দোষ। অপবাদের জ্বালা বুকে নিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের সেবায় ছিলেন বয়স্ক বাবা-মা। জীবনের অনেক অভ্যাস পালটেছিলেন তাঁরা। কিন্তু, স্বভাব পাল্টায়নি ওই একজনের। সেই আঢ় চোখে চেয়ে থাকা। লজ্জাটা কেটে গিয়েছিল অবশ্যই। বিমলই ছিল তখন পরিবারের একমাত্র ভরসা। শুনেছি সৌন্দর্যের সব কিছুই নাকি আমার ভিতর রয়েছে, আমার মনের মধ্যে। যে মনটাকে আমি কখনই বুঝতে শিখিনি, সেই মনের ঠিকানায় কড়া নেড়ে আমায় জাগিয়ে তুলেছিল বিমল। বিয়ের পর পরই মেয়ে, সুখের সংসার দিয়েছে সে। জীবনটাকে চিনতে শিখিয়েছে। মা বাবা পাইকপাড়ার বাড়িতে। আজ একটু দেখে আসি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। মেয়ে আজ স্কুল ছুটির পর ঠাকুমা দাদুর সাথে 'পোস্ত' দেখতে যাবে বলেছে।

ভালবাসার নুড়ি—কাঁকড়

রঞ্জন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, রিনি এসেছে।

আমিও গল্পের ক্লাইমেক্সেই ছিলাম। কিছুতেই মেলাতে পারছি না! এও এক কঠিন অঙ্ক। স্বয়ং ভগবান সেজেও শান্তি নেই। ড্রাগে আসক্ত নির্মল, আমার গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। বৃত্তের বাইরে থাকা নলিনীকে একটি ছোট্ট ঘর দিয়ে, দিয়েছে মুক্ত আকাশ। কিন্তু নিজে নেশায় ঢেকে বেছে নিয়েছে মেঘ কুয়াশার জীবন। অবিশ্বাসের বোঝা নিয়ে আজ নলিনী বাড়ি ছাড়ছে।

রঞ্জন আবার জোরে বলে উঠলো, 'কিরে যা, রিনি দাঁড়িয়ে আছে। কি যে ছাই পাঁশ লিখিস।' আমরা দুজন পেয়িং গেস্ট, একসাথেই থাকি। রঞ্জন ইলেক্ট্রিক্যাল লাস্ট ইয়ার, আর আমার ভেটেনারি সায়েন্স।

বললাম-- বলে দে আমি নেই।

সেকি! কেন রে? তাছাড়া আমি বলে এলাম তুই...

উফফ যা না, বিরক্ত করিস না।

--রিনি আজ চলে যাচ্ছে, যা একবার দেখে করে আয়।

আমি জানি রঞ্জন রাতে রিনির সাথেই কথা বলে। ওরা কী ভেবেছে আমি জানি না। আমার গল্প, কবিতা, রিনির ভাল লাগে বলেই সে আমায় প্রেম করে, -- এতো হয় না ! এ ভুল আমার ভেঙে গেছে। তবু যে কেন ওরা ন্যাকামো করে!

-- যা তুই দেখা করে আয় রঞ্জন। আমায় লেখাটা শেষ করতে হবে।

আর রিনিকে বলিস, মোবাইলটাকে ঘন্টা খানেক সুইচ অফ করে যেন বিশ্রাম দেয়, নিজেও নেয়, কেমন? এবার তুই যা।

--'দিনকে দিন তোর মাথাটাই মোটা হচ্ছে', কথাগুলো চিৎকার করে বলে রঞ্জন বেরিয়ে গেলো।

নাহহ, লেখায় মন দিই।

এমনটা লিখলে কেমন হয়, নীলিমা ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল

-- 'কিগো তুমি আটকাবে না?'

-- না না।

বলল, 'চলি, তুমি ভালো থেকো।'

---নাঃ ঠিক হচ্ছে না।

আচ্ছা যদি বলে, 'আমার আর খোঁজ নিয়ো না'।

আচমকা দরজা ধাক্কা দিয়ে রিনি ঘরে এসে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

বলল, 'আমি যাব না। তোমার কী হয়েছে বল তো?'

মুক্তিপ্রকাশ রায়—এর তিনটি কবিতা

সেই ছেলেটির গল্প

ধুরন্ধর বিচক্ষণ বয়স তার উনিশ-বিশ
রাত দুটোয় জাল গোটায়, ভাইফোঁটায় আব্দুলিশ
পদ্য নয়, টোপ ছড়ায়, ঝোপ বুঝে পানপরাগ
ভঙ্গিতেও জঙ্গিভাব, সঙ্গী তার জুকারবার্গ
সকাল তার শঙ্খদা'র, বিকাল তার নন্দনেই
গোঁসাইজির বাগানটির ফুলতোলাও বন্ধ নেই
শক্তিমান, ভক্তিমান, যখন চান এনজিও
সুবোদ্ধা মিস করেন, কিস করেন সেনদিও
এইপাড়ায় সাব-অল্টার্ন, ওইপাড়ায় দামিও সে
একটু ভয় সে-ই আমি, একটু ভয় আমিও সে

খাদের কিনার থেকে

খাদের কিনার থেকে উঁকি দিয়ে ফিরে আসি রোজ,
বহু নীচে চলচলে নদীর দুপাশে
টানটান রয়ে যায় সবুজ বিছানা

নদীর স্তনের মতো ঘাস

নাদান শিশুর মতো
পতনের সম্ভাব্য যন্ত্রণা উপেক্ষা করে
ইচ্ছে হয় ঝাঁপ দিই,
তিস্তার সঙ্গে কেন তেষ্টার মিল, খুঁজে দেখি

আমার ইচ্ছেগুলো গার্হস্থ্য রেলিঙের ধার ঘেঁসে
কিলবিল করে,

অভিমন্যুর মতো আমি
ঝাঁপ দিতে জানি শুধু
সাঁতার জানি না।

একটি অকেজো কবিতা

আমার 'পরে নাই ভুবনের ভার
ডজ করে যাই তারিফ বা হাততালি
আমার থাকুক অনন্ত রোববার
খাটের ওপর তেলচিটে পাশবালিশ

শুভেচ্ছা দুর্যোগের ঘনঘটা
ছুটতে হবে, তাই ছোটে কেউ, হাঁপায়
ইচ্ছে করে ডিফেন্স চিরে সটান
টুক করে তিন গোল দিয়ে দি বাঁ-পায়

মোহরে নয়, তাকিয়ে দেখায় মোহ
বলতে পার এ এক দর্শকাম
এসব আমার নিজস্ব বিদ্রোহ
'আলস্য' যার রেখেছ ডাকনাম

শুধুই বৃষ্টির জন্য

শ্যামল রায়

বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি, আর ...
শরীর জুড়ে একটা অস্বস্তি
অনুভব করে যাচ্ছি রোজ,
তবুও বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি।
এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে
আরও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।
এর নাম আমার কাছে
অসম্ভব ভালোবাসার ছবি।
তবুও বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি...

আজও জানি না
বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া মানে
ক্ষণস্থায়ী নাকি চিরস্থায়ী;
তবুও বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি।

বৃষ্টি থামবে
কোথাও কোথাও জলও জমে যাবে
তবুও জীবন্ত হয়ে ওঠে চারিপাশ

শুধুই বৃষ্টির জন্য।

শরৎ

রণিতা মল্লিক

ওই অতল আকাশে ভেসে বেড়াও
শরৎস্পর্শ ছড়িয়ে চারিদিক,
আর তোমাকে ঘিরেই ফুটে ওঠে
ওই কাশফুল।
তোমার গন্ধ গায়ে মেখে
শারদীয়া শুরু হয়,
আর তোমাকে ঘিরেই
ভোরের নতুন সূর্য ওঠে।
হাজার হাজার শতাব্দী
উৎসবে মেতে ওঠা
স্নিগ্ধ কুয়াশা আর শিশির
কাশের ডগায় চুমু খায়
তোমাকে ঘিরে থাকে
হালকা মেঘমালা

তোমার জন্যই, শরৎ...
অফুরন্ত ভালোবাসায়
জড়িয়ে থাকে।

ঠিক তখনই

সুদীপকুমার পাল

ওটা আজ শুধুই অট্টালিকা--
নিরুদ্দিষ্ট মালিকের কু-কর্মের ফলভাগী।
ধর্ষিতা নারীর মতো সলজ্জ অভিব্যক্তি মাখা,
পোড় খাওয়া ঘটনার নির্বাক উইটনেস।

পাঁচিলটা আজো একপায়ে সীমানার নির্ধারক হয়ে
প্রবেশপথে গ্রিলের দরজা হাঁটা 'ওয়েবক্যাম'
দাপুটে বাতাসের ঘা খেতে খেতে.....
নাঃ, ওদের কথা ওরাই বলবে,
'নো এন্ট্রি'র লাল আলোটা সবুজ হবে যেদিন।
ওরা বিদ্রোহ করবে -- হ্যাঁ বিদ্রোহ,
পাহাড় আর সমতল একসুরে গাইবে গান
ফাটল মেরামত হবে,
মালিক জমিয়ে ফিরবে একদিন।